দেশেও এখন উন্নত মানের পণ্য তৈরী হচ্ছে, রপ্তানী হচ্ছে বিদেশে —চিত্রনায়ক আমিন খান

বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ও মার্সেল কোম্পানীর ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর আমিন খান বলেছেন, ব্যবসায়ীরা অনেক সময় নন ব্রান্ডের নকল পণ্য বিদেশী পণ্য বলে বিক্রি করে থাকেন ক্রেতাদের কাছে।আমাদের দেশের সহজ সরল মানুষ নন ব্র্যান্ডের নকল পণ্যকে বিদেশী পণ্য ভেবে কিনে প্রতারিত হচ্ছেন।শুধু তারা প্রতারিতই হচ্ছেন না। এই দেশের টাকাগুলোও বিদেশে চলে যাচ্ছে।দেশের টাকা দেশে থাকছেনা। আমাদের দেশেও এখন অনেক উন্নত মানের পণ্য তৈরী হচ্ছে। যা বিশ্বের ৪৬ টি দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। দেশী পণ্য বেশী বেশী করে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে দেশের টাকা দেশেই থাকবে। দেশের অর্থনীতি আরও বেশী সমৃদ্ধশালী হবে, দেশ আরও এগিয়ে যাবে। আমরা দেশীয় তৈরী পণ্য বেশী বেশী কিনলে সেই লাভের টাকায় দেশে তৈরী হবে নতুন নতুন কোম্পানী। যেখানে আমার ভাই, বোন, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের কর্মসংস্থান হবে। এদেশ থেকে তখন আর বিদেশে চাকুরীর জন্য যেতে হবেনা। সেখানে গিয়ে লেবার খাটতে হবেনা। আমাদের অর্থনীতি মজবুত হলে তখন বিদেশীরাও আমাদের সম্মান করবে।

তিনি বলেন আমাদের দেশে নিজের টাকায় আজ পদ্মাসেতু তৈরী হয়েছে। এখন সারা পৃথিবীর মানুষ বলছেন বাংলাদেশও এখন পারে।তারাও এগিয়ে যাচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী শাখায় তাজ ইলেক্ট্রনিক্স (মার্সেল শোরুম) থেকে ফ্রিজ কিনে ঈদ অফারের পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রাহক মোছাঃ সাগরিকা বেগমের হাতে ১০ লক্ষ্য টাকার চেক তুলে দেওয়ার প্রাক্কালে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় মার্সেল কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. শাখাওয়াত হোসেন, সিনিয়র ডিরেক্টর আরিফুল আম্বিয়া, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, তাজ এন্টারপ্রাইজের স্বতাধীকারী আমিরুল ইসলাম ও জিয়াদুল ইসলাম লিজন, মার্সেলের এরিয়া সেলস

ম্যানেজার মো: শামীম উপস্থিত ছিলেন।

বামন্দী বাজার কমিটির সভাপতি ও বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের সৌদি প্রবাসি সাজ্জাদ হোসেন মার্সেলের বামন্দী শোরুম তাজ এন্টার প্রাইজ থেকে ৩৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি ২৫২ লিটারের একটি ফ্রীজ কিনে ১০ লক্ষ টাকা পুরুস্কার পান। প্রবাসী সাজ্জাদ হোসেনের মা মোছাঃ সাগরিকা বেগম ও স্ত্রী রেবেকা খাতুন আজ শুক্রবার (১ জুলাই) দুপুরে বামন্দী শাখায় মার্সেল কোম্পানির এম্বাসেডর নায়ক আমিন খান সাগরিকার হাতে পুরস্কার তুলে দেন ।

মেহেরপুরে হাত পা ও মুখ বাঁধায় অবস্থায় নির্মান শ্রমিক উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া বিলের পাড়ের একটি ঘর থেকে মুখ, হাত ও পা বাঁধা কর্দমাক্ত অবস্থায় নাহিদ হোসেন (২৪) নামের এক নির্মাণ শ্রমিককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

নাহিদ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে।

সে বর্তমানে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে হাত, পা ও মুখে টেপ মারা এবং শরীরের সমস্ত জায়গায় কর্দমাক্ত অবস্থায় তেরঘরিয়া বিল পড়ে একটি ঘে রর ভিতর পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রাতে মেহেরপু র-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল সেখানে পৌঁছায়। কে বা কি কারনে থাকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল সেটিও রহস্যজনক।

নাম প্রকাশ করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, নাহিদ হোসেন একজন মাদকাসক্ত। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে এলাকায় ছোট খাটো চুরির অভিযোগ রয়েছে। নারী ঘটিত কারনে এ ঘটনা ঘটেছে বলেও গুঞ্জন উঠেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)জুলফিকার আলী বলেন, স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। তবে, নাহিদ পুলিশের কাছে একেকবার একেক কথা বলেছেন। তার বিষয়টিও রহস্যজনক। প্রকৃত বিষটি তদন্ত শেষে বলা যাবে।

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে ৩ টি গরু চুরি

দুটি গরু হারিয়ে ভ্যান চালক আকছেদ আলী এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অনেক কষ্টে দুটি গরু কিনে প্রায় ১ বছর পালন করে এবারের কুরবানীর ঈদের বাজারে বিক্রি করার কথা তার। গরু দুটি কিনতে বাড়িতে কয়েকজন ব্যাপারিও এসেছিলেন। দামে পড়তা না হওয়ায় স্থানীয় হাটে তোলার কথা ছিল গরু দুটি। তার আগেই চোরের দল ভ্যান চালক আকছেদ আলীর সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় চোরের দল গোয়াল ঘরের বেড়া কেটে চুরি করে নিয়ে গেছে গরু দুটি। একই সময়ে প্রতিবেশী আব্দুর রশিদেরও একটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে।

আকছেদ আলী জানান, আমি গরীব মানুষ। অনেক কষ্ট করে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গরু দুটি কিনেছিলাম। এবারের কোরবানীর হাটে বিক্রি করার কথা ছিল। কিন্তু গতরাতে চোরের দল গরু দুটি চুরি করে নিয়ে গেছে। একই পাড়ার আব্দুর রশিদেরও একটি গরু চুরি হয়েছে।

গরু তিনটির আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লাখ টাকা বলে জানান গরুর মালিক আকছেদ আলী ও আব্দুর রশিদ। গরু তিনটি বিভিন্ন স্থানে খোঁজা খুজি করা হচ্ছে বলে জানান গরুর মালিকরা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গরু চুরির বিষয় এখনও কেও জানায়নি। তবে বিষয়টি এখন আমিও খোঁজ খবর নেবো।

বন্যার্তদের সহযোগিতায় লাখ টাকা দিলো মেহেরপুরের শিক্ষার্থীরা

বন্যার্তদের সহযোগিতার মেহেরপুরের একঝাঁক শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসকের হাতে ১ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুন) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান এ টাকা গ্রহণ করেন।

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মেহেরপুর সরকারী কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষার্থীরা মিলে বন্যার্তদের পাশে দাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের সহপাঠি ও স্বজনদের কাছ থেকে ২/১শ করে টাকা নিয়ে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে।

সরাসরি বন্যার্তদের মাঝে এই টাকা পৌছে দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সামনে পরীক্ষার কারণে বানভাসী মানুষের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়ে উঠছে না এসকল শিক্ষার্থীদের। তাই বন্যার্তদের সহযোগিতার জন্য সংগ্রহীত ১ লক্ষ টাকা মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের হাতে তুলে দেয় শিক্ষার্থীরা।

এবিষয়ে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ রলিপ হাসান জানান, মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ জন বন্ধু বান্ধবি মিলে সিদ্ধান্ত নিই বন্যার্তদের পাশে দাড়ানোর জন্য।

আমরা নিজেরা সহ আমাদের সহপাঠি ও স্বজনদের কাছ থেকে ২/১শ করে টাকা নিয়ে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করি। সামনে আমাদের পরীক্ষা তাই আমাদের পক্ষে বানভাসী মানুষের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়ে উঠছেনা। একারনে আমরা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে বন্যার্তদের জন্য সংগ্রহীত টাকা তুলে দিলাম।

জেলা প্রশাসকের পরামর্শে বন্যার্তদের সহযোগীতায় নগদ এক লক্ষ

টাকা সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের ইমাজেন্সি রিলিফ একাউন্টে (নং- ৫৯১০২০০০০৩২৮০) জমা করে দিয়েছি। এর পর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খানের কাছে ব্যাংক জমার রশিদ নিয়ে গেলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গায় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশে সংবাদ সম্মেলন

মিথ্যা, ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গা থানাপাড়ার ব্যবসায়ী নাহিদ হাসান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

পঠিত লিখিত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নাহিদ হাসানের বাবা আলহাজ্ব মুসা হক শহরের বিশিষ্ট ঠিকাদার ও ইটভাটা মালিক। তাছাড়া, তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবেও পরিচিত। জমি নিয়ে মুসা হকের সাথে আলমডাঙ্গার শ্যামপুরের ওল্টুর বিরোধ চলছে।

এরই প্রেক্ষিতে শ্যামপুরের সোহেল রানা যিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত খবর বাংলাদেশ নামে এক পত্রিকায় কর্মরত দাবি করে মোবাইলফোনে অর্থ দাবি করেন।

দাবিকৃত অর্থ দিতে অপরাগতা স্বীকার করলে তিনি আমার আব্বার বিরুদ্ধে পত্রিকায় নিউজ করার হুমকি দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত পত্রিকায় তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আমার আব্বাকে জড়িয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে খবর বাংলাদেশ পত্রিকার শেষ পাতায় সংবাদ পরিবেশন করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ছবি তুলে তা আবার আমার ইমো-তে পাঠিয়েছেন।

আমার আব্বা শহরের বিশিষ্ট ঠিকাদার ও ইটভাটা ব্যবসায়ী হিসেবে সুপরিচিত। তিনি শহরে ধর্মভীরু ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত। তা সত্বেও

তিনি সংবাদপত্রে আমার আব্বাকে ভূমিদস্যু ও ডাকাত সর্দ্দার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফলে আব্বাসহ আমাদের পুরো পরিবার সমাজে মারাত্মকভাবে হেয়, ক্ষতিগ্রস্ত ও অসন্মানিত হয়েছি।

এ ধরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যাচারসর্বস্ব সংবাদ প্রকাশ শুধু সংবাদপত্রের নীতি বহির্ভূতই না, প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ঘটনায় আদালতের দারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এব্যাপারে জঘন্য মিথ্যাচারসর্বস্ব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ পরিবেশনের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন থেকে দুরে রাখতে পিতা মাতাকে সচেতন হতে হবে

শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন থেকে দুরে রাখতে পিতা মাতাকে সচেতন হতে হবে। এছাড়া ছেলে মেয়েরা ঠিকমত লেখা পড়া করছে কিনা সেটাও খোঁজ খবর নিতে হবে।

ছেলে মেয়েরা তাদের পরিবারের কাছ থেকেই প্রখম নৈতিকতার শিক্ষা পেয়ে থাকে। তাই নৈতিক শিক্ষা দিতে শিক্ষকদের পাশাপাশি পিতা মাতাকেও অগ্রনী ভূমিক পালন করতে হবে। বাল্য বিবাহ রোধে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিধপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন আলোচকরা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে সুবিধপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ আভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম।

অভিভাবক সমাবেশে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুল ইসলাম। সহকারী শিক্ষক আব্দুল হাই এর উপস্থাপনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আতিকুর রহমান, ফরিদা ইয়াসমীন, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নজরুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, অভিভাবক রুপালী খাতুন প্রমুখ।

গাংনীতে গরু ব্যবসায়ীদের কাছে ডাকাতির অভিযোগে ডাকাত সন্দেহে একজন আটক

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলার ঝোড়াঘাট গ্রামের মারফত আলী নামের একজনকে ডাকাত সন্দেহে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মারফত আলীকে তার বাড়ি থেকে গাংনী থানা পুলিশের একটি ইউনিট তুলে আনেন।

থানায় এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানান গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক।

গত বুধবার দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার কামারখালি গ্রামের চার গরু ব্যবসায়ী লালমনিরহাট থেকে গরু কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রাক বোঝায় গরু নিয়ে ফেরার পথে কামারখালি গ্রামের সন্নিকটে রাস্তার উপর গাছ ফেলে ট্রাকটি থামিয়ে দেই।

পরে কামারখালী গ্রামে চার গরু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চার লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেয় ৬/৭ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত দল।

গরু ব্যবসায়ী আবুল কাসেম জানান, আমি আমার ভাই বুলবুল, মাখলুকাত হোসেন ও ট্রাকে করে গরু নিয়ে ফিরছিলাম। ছাতিয়ান ও কামারখালি মাঠের মধ্যে গাছ ফেলে ট্রাকের গতিরোধ করে আমাদের ঘীরে ফেলে ডাকাত দল। পরে আমাদের গলায় অস্ত্র ধরে চার জনের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় ডাকাত দল। পরে গ্রামবাসী ও খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল এসে আমাদের উদ্ধার করেন। এঘটনায় গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটি আভিযোগ পেয়েছি। এ ঘটনায় গাংনী উপজেলার জোড়া ঘাট গ্রামের মারুফাত আলী নামে একজন ডাকাত সদস্যকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

ঝিনাইদহে কলেজ শিক্ষকদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

ঢাকার আশুলিয়ায় হাজী ইউনুস আলী স্কুল এন্ড কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক উৎপল কুমার সরকারকে বর্বরোচিত হত্যা এবং নড়াইল সদরের মির্জাপুর ইউনাইটেড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসসহ সারাদেশে শিক্ষক লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (৩০জুন) সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ সদরের ডাকবাংলা বাজারে আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ জে,এম. রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং প্রভাষক শাহানুর আলম এর পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ বিবেকানন্দ তরফদার, সহকারী অধ্যাপক খুরশিদ মোহাম্মদ সালেহ, সহকারী অধ্যাপক জিনাত জেসমিন, সহকারী অধ্যাপক মোঃ মোদাচ্ছের আলী ও মোঃ জাহাঙ্গীর আনামসহ অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন আশুলিয়ায় কলেজের প্রভাষক উৎপল কুমার সরকার কে স্টাম্প দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে আমরা এই ঘটনায় জড়িত একই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির বিপথগামী ছাত্র আশরাফুল ইসলাম

জিতু ও তার পিতা কে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকারী জিতুর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি নড়াইল ইউনাইটেড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে পুলিশ প্রশাসনের সামনে গলায় জুতার মালা দিয়ে লাঞ্ছনাকরাসহ সারাদেশে শিক্ষক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া এসব ঘটনার সাথে জড়িত ও ইন্ধন দাতাদের বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানান বক্তারা।

সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে নারী পুরুষ, গরমে তিন নারী অসুস্থ্য

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য বিক্রির নির্ধারিত দিনে এলাকার হাজারও নারী পুরুষের উপচে পড়া ভিড়ে হিমশীম খেতে হয়েছে ডিলার ও শৃংখলার দায়ীত্বে নিয়োজিত আনসার সদস্যদের।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ জুন) সকাল ১১ টা থেকে পণ্য বিক্রি শুরু হয়।কিন্তু টিসিবি পণ্য বিক্রির খবরে এলাকার কয়েক হাজার নারী পুরুষ এসে জড়ো হয় কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে।

তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু বলেন কাথুলী ইউনিয়নে টিসিবি’র পণ্য’র মোট বরাদ্দ ২৭২৬ জনের। এর মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার (৩০ জুন) এই ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য দেয়া হয়েছে ১৩৫০ জনকে। টিসিবির পণ্য দেওয়ার খবরে ওই স্থানে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করাই প্রচন্ড গরম তিন জন নারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ডিলার ও গ্রাম পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়েছে।

স্থানীয় কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, টিসিবির পণ্য নিতে সকাল থেকেই নারী পুরুষের এই দীর্ঘ লাইন ও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে থাকা মানুষগুলোর চরম কষ্ট ভোগ করছেন।

এখানে চাহিদার তুলনায় টিসিবির পণ্য বরাদ্দ কম। এছাড়া মাত্র একজন ডিলার সারা গাংনী উপজেলার এই বরাদ্দ বিতরণ করছেন। আমার মনে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা উচিৎ। তিনি, টিসিবির পণ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি ও ডিলারের সংখ্যাও বাড়ানোর জোর দাবী জানান।

টিসিবির পণ্য এবার ২২০ টাকায় ২ লিটার সয়াবিন তেল, ৫৫ টাকা কেজি দরে ১ কেজি চিনি এবং ৬৫ টাকা কেজি দরে ২ কেজি মসুর ডাল বিক্রি করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

কৃষি প্রণোদনার আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে আমন ধান(উফশি), গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও রাসয়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এসব বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামারুল আরেফিন।

এসময় তিনি বলেন, কৃষিবান্ধব সরকার ক্ষমতায় রয়েছে বলেই কৃষকদের এখন আর সার নিয়ে সমস্যা হয় না। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে দেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটে।

তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষিবান্ধব নীতি মেনেই সরকার কৃষি উন্নয়নে বিভিন্নখাতে ভর্তুকি দিচ্ছে। আর কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়ায় কৃষকরা কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিনত হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আব্দুল কাদের, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষি

সম্প্রসারণ অফিসার, মোঃ ইমরান বিন ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, মিরপুর উপজেলাতে ১৬২০ জন কৃষক কে উফশী আমন ধান বীজ ও সার প্রদান করা হবে যেখানে প্রতিজন ৫ কেজি ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমেপি সার প্রদান করা হবে। এছাড়া ৫০ জন কৃষক কে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও রাসয়নিক সার প্রদান করা হবে যেখানে প্রতিজন কৃষক ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার ও ২০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হবে।